OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 516 - 524
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সহজ পাঠ : রবিঠাকুরের ইকো-ফিলোসফি এবং ইকোলজিকাল পেডাগজি

ড. বিরাজলক্ষী ঘোষ
অধ্যক্ষ, জর্জ কলেজ, ডিপার্টমেন্টে অফ এডুকেশন
Email ID: birajlakshmigsm@gmail.com
ও
সুস্মিতা পাল
সহকারী অধ্যাপিকা
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা
Email ID: susmitapal09@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Ecological Education, Sahaj Path, Eco-philosophy, Ecological Pedagogy, Nature-based Education, Environmental Consciousness, Sustainable Development, Childhood Learning, Literary Ecology, Education for Sustainability.

Abstract

Rabindranath Tagore's Sahaj Path is widely regarded as a foundational textbook for Bengali language learning, yet its significance extends far beyond the teaching of alphabets and grammar. This seemingly simple book embodies Tagore's eco-philosophy and pedagogical vision, where language, culture, and nature are seamlessly interwoven. Through rhymes, simple prose, and everyday observations of animals, plants, rivers, and seasons, Tagore introduces children not only to the structure of language but also to the rhythms of nature and the ethics of coexistence.

Tagore's eco-philosophy emphasizes the inseparable bond between humans and the natural world. For him, education cannot be isolated from the environment in which children live. He believed that learning should grow organically out of the child's experiences in fields, riversides, and villages, thereby nurturing ecological sensitivity alongside intellectual growth. Sahaj Path exemplifies this vision, embedding ecological pedagogy in its very structure by connecting letters and words to natural phenomena and everyday rural life.

This research paper explores the ecological pedagogy of Sahaj Path in detail. It examines how Tagore's ideas resonate with modern concepts of ecological education and sustainable development. At a time when climate crisis and ecological degradation are pressing global challenges, revisiting Tagore's insights offers valuable lessons. His pedagogy continues to inspire the integration of sustainability, culture, and environmental ethics into education.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে নতুন দিশা দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজচিন্তার মাধ্যমে। গ্রামীণ সমাজের উন্নতি ও তার সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সহজ পাঠ (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) শুধু শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবই নয়, বরং এর প্রতিটি অধ্যায়ে গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিকতা, সৌন্দর্য ও সামাজিক গুরুত্বকে মেলে ধরা হয়েছে। সহজ ভাষায় লেখা হলেও এই পাঠ্যগ্রন্থে রবিঠাকুর একদিকে শিক্ষার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছেন, অপরদিকে গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির মহিমাকে চিত্রিত করেছেন। ফলে সহজ পাঠ কেবলমাত্র শিক্ষার হাতিয়ার নয়, বরং গ্রামবাংলার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্রায়ণ : সহজ পাঠ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সরল উপমা ও বর্ণনার মাধ্যমে গ্রামবাংলার মানুষের জীবনধারা ও দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ তুলে ধরেছেন। যেমন— কৃষক, জেলে, কুমোর, মুচি, তাঁতি প্রভৃতির কাজের বর্ণনা দিয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শ্রমের মর্যাদা শেখাতে চেয়েছেন। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির উল্লেখের মাধ্যমে তিনি বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিচয় করিয়েছেন। গ্রামের মাঠ, নদী, গাছ, ফুল, ফল, মাটির ঘর— সবই তিনি শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এতে শিশুদের কাছে শিক্ষা একেবারে জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে এবং গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে গ্রাম বাংলার সম্পর্ক : রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জীবনের মূল উৎস হিসেবে প্রকৃতিকে দেখিয়েছেন। সহজ পাঠে গাছ, পুকুর, নদী, ফুল, ফল, ঋতু ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন— আম, কাঁঠাল, তাল, নারকেল প্রভৃতি দেশজ ফলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বর্ষাকাল, শরৎ, শীত, বসন্ত ইত্যাদি ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল অক্ষর ও শব্দ শেখেনি, তারা প্রকৃতির সঙ্গে সহমর্মী হতে শিখেছে। প্রকৃতি এখানে শুধুই পটভূমি নয়, বরং গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

শ্রম ও স্বনির্ভরতার গুরুত্ব : গ্রামীণ জীবনে শ্রমই মুখ্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠে শ্রমজীবী মানুষের কাজকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। যেমন— কৃষকের চাষের কাজ, মাটির ঘরে কুমোরের চাকা ঘোরা, তাঁতির সুতো বোনা— এসব বর্ণনা শিশুকে শেখায় যে জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুই শ্রমের দ্বারা অর্জিত হয়। শিশু মনে একদিকে যেমন কৌতূহল জাগে, অন্যদিকে শ্রমকে অবজ্ঞা না করে তা সম্মান করার বোধ জন্ম নেয়। এইভাবে রবিঠাকুর গ্রাম বাংলার স্বনির্ভর অর্থনীতির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

সহজ-সাবলীল ভাষা ও গ্রামীণ উপাদান : সহজ পাঠের বিশেষত্ব হল এর ভাষা। রবীন্দ্রনাথ কঠিন শব্দ এড়িয়ে সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে মেলানো শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—

বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখি।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।
বাঘ আছে আম-বনে।
গায়ে চাকা চাকা দাগ।
পাখি বনে গান গায়।
মাছ জলে খেলা করে।
ডালে ডালে কাক ডাকে।
খালে বক মাছ ধরে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বনে কত মাছি ওড়ে।
ওরা সব মৌ-মাছি।
ঐখানে মৌ-চাক।
তাতে আছে মধু ভরা।
--- সহজ পাঠ

ইকো-পেডাগজির আলোকে আলোচনা :

১. প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় : বাঘ, পাখি, মাছ, কাক, মৌমাছি— এগুলো শিশুদের নিকটবর্তী বাস্তব জীবনের প্রাণী। বাক্যগুলো পড়তে গিয়ে শিশুরা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ইকো-পেডাগজি জোর দেয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা-তে, যেখানে পাঠ্যবস্তু শিশুদের পরিবেশ থেকে আসে (Freire, 2000)। এখানে প্রতিটি বাক্য প্রকৃতিকে সরাসরি পাঠ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করছে।

২. জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব : বাঘ বনে, পাখি গাছে, মাছ জলে, মৌমাছি চাকের ভেতর— এই বাক্যগুলো শিশুদের শেখায় প্রতিটি প্রাণীর নিজস্ব আবাসভূমি (habitat) আছে। এটি টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ শিক্ষার একটি মূল শিক্ষা। প্রত্যেক প্রাণীর অস্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত (UNESCO, 2017)।

৩. খাদ্যশৃঙ্খল ও সহাবস্থান : 'পাখি ফল খায়', 'খালে বক মাছ ধরে' — এসব বাক্যে খাদ্য শৃঙ্খলের ধারণা ফুটে উঠছে। শিশু বুঝতে পারে, প্রকৃতিতে প্রতিটি জীব অন্য জীব বা উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এটি ইকো-পেডাগজির মৌলিক দর্শন: মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Gadotti, 2008)।

৪. সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা : 'পাখি বনে গান গায়', 'মাছ জলে খেলা করে' — এসব বাক্যে প্রকৃতির আনন্দ ও সৌন্দর্য প্রকাশ পাচ্ছে। ইকো-পেডাগজি শুধু তথ্য দেয় না, বরং শিশুদের মনে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জাগায়। এর মাধ্যমে তৈরি হয় পরিবেশ-নৈতিকতা (eco-ethics)।

৫. পরিবেশ সংরক্ষণের পাঠ : যখন শিশুরা শিখে মৌচাকে মধু আছে, মৌমাছি উড়ে বেড়ায়— তখন তারা বুঝতে পারে মৌমাছি শুধু মধু দেয় না, পরাগায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। ছোট থেকেই এই জ্ঞান পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে। ইকো-পেডাগজি শিশুদের শেখায় প্রকৃতিকে ব্যবহার নয়, বরং সংরক্ষণ করতে হবে (Kahn, 2010)।

৬. স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন : এসব বাক্যে গ্রামীণ বাংলার প্রকৃতি, প্রাণী ও পরিবেশ ফুটে উঠেছে। ইকো-পেডাগজি জোর দেয় লোকাল কালচার ও পরিবেশভিত্তিক শিক্ষা-র ওপর। শিশুদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষা মেলাতে পারলেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

উল্লিখিত বাক্যগুলো কেবল শিশুদের ভাষা শেখার জন্য নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার একটি শিক্ষণ-পদ্ধতি। ইকো-পেডাগজির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এগুলো শিশুদের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করায়, জীববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ বা অনুরূপ পাঠ্যভাষ্য আসলে এক ধরনের ইকো-সংবেদনশীল শিক্ষাদর্শন, যা বর্তমান সময়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ধরনের বাক্যে শিশুদের কাছে শিক্ষা যেমন সহজবোধ্য হয়েছে, তেমনি তাদের পরিবেশও পাঠ্যবইয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামীণ শিশু তাদের বাস্তব জীবনে যা দেখে, তাই এখানে পায়। ফলে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোনো দূরত্ব থাকে না।

৭. সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ শুধু অক্ষর বা শব্দ শেখাননি, তিনি নৈতিক শিক্ষাও দিয়েছেন। সহজ পাঠে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সততা, প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন - পাখির দানাদানা খাওয়া, গরুর মাঠে চড়া বা শ্রমিকের কাজ— এসব বর্ণনা শিশুকে প্রাণী প্রেম, শ্রমের মর্যাদা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। শিশুদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগাতে তিনি গ্রামীণ জীবনের সরল অথচ গভীর শিক্ষা দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উদাহরণভিত্তিক বিশ্লেষণ –

প্রথম ভাগের প্রাথমিক পাঠ—

"...আলো হয় গেল ভয়।
চারি দিক ঝিকিমিক্।
বায়ু বয় বন ময়।
বাঁশ গাছ করে নাচ।"

এখানে দেখা যায় শিশুর প্রথম শিক্ষার সঙ্গে গ্রামীণ উপাদানকে যুক্ত করা হয়েছে। সবই গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ।

দ্বিতীয় ভাগে প্রবন্ধধর্মী পাঠ — কৃষক, তাঁতি, কুমোর, মুচি প্রভৃতি চরিত্রের পরিচয় করিয়ে দিয়ে শিশুদের বোঝানো হয়েছে সমাজে সবার অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতির রূপ — বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা দিয়ে শিশুকে শেখানো হয়েছে যে প্রকৃতির পরিবর্তন মানুষের জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বাংলার বাস্তব উপাদানকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গ্রামবাংলার গুরুত্বের প্রতিফলন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ পাঠের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার গুরুত্বকে যে কয়েকটি স্তরে তুলে ধরেছেন তা হল —

অর্থনৈতিক দিক — কৃষি ও হস্তশিল্পের উপর নির্ভরশীল গ্রামীণ অর্থনীতি।
সাংস্কৃতিক দিক — লোকসংস্কৃতি, গান, প্রকৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান।
শিক্ষামূলক দিক — শিশুর জীবনের সঙ্গে যুক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা।
নৈতিক দিক — শ্রমের মর্যাদা, প্রকৃতিপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ কেবল একটি প্রাথমিক পাঠ্যবই নয়, এটি এক অনন্য গ্রামীণ জীবনের দলিল। এখানে গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্য, প্রকৃতির মহিমা, শ্রমের মর্যাদা ও সামাজিক সংহতি সবই একসঙ্গে স্থান পেয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, দেশের মেরুদণ্ড হল গ্রাম। তাই শিশুশিক্ষার প্রথম ধাপেই তিনি গ্রামবাংলার বাস্তবতা ও গুরুত্বকে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা শিক্ষাকে জীবনমুখী করেছে, যা আজও প্রাসঙ্গিক।

উদ্দেশ্যাবলি :

- সহজ পাঠ-এ নিহিত ইকো ফিলোসফির ধারণা বিশ্লেষণ।
- শিশু শিক্ষায় পরিবেশভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অনুধাবন।
- ইকোলজিকাল পেডাগজি ও আধুনিক পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা চিহ্নিত করা।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতির অবদান ব্যাখ্যা।

গবেষণা পদ্ধতি :

- ধরন : গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)।
- প্রাথমিক উৎস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ।
- গৌণ উৎস : গবেষণাপত্র, বই, জার্নাল নিবন্ধ, অনলাইন ডাটাবেস।
- পদ্ধতি : পাঠ বিশ্লেষণ (Textual Analysis), তুলনামূলক আলোচনা, সমকালীন পরিবেশ দর্শনের সঙ্গে সংযোগ।

১. সহজ পাঠ ও প্রকৃতি-নির্ভর শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী রচনা। এখানে ভাষা শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। শিশু যখন অক্ষর শেখে, তখন সেই অক্ষরের উদাহরণ আসে ফুল, ফল, পশু, পাখি, গাছ বা নদী থেকে। এসব শব্দ কেবল ধ্বনির পরিচয় নয়, বরং প্রকৃত জগতের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিচয় করায় (Tagore, 1906/2002)। রবীন্দ্রনাথ এভাবে ভাষার শিক্ষাকে প্রকৃতির জীবন্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

এই পদ্ধতি আসলে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের experiential learning ধারনার সঙ্গে মেলে। শিশু যখন শেখে, তখন সে শুধু বই পড়ে মুখস্থ করে না; সে চারপাশের প্রকৃতি, গ্রামীণ দৃশ্যপট, ঋতু ও পশুপাখির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি করে। Mukherjee (2017) লিখেছেন, "Tagore believed that nature is the first book of a child," এবং Sahaj Path সেই দর্শনের এক শিক্ষণ উপকরণ।

আরও একটি দিক লক্ষ্যণীয়— সহজ পাঠ-এ গ্রামীণ বাংলার চিত্র সর্বত্র প্রতিফলিত। ধানক্ষেত, নদী, মাটির বাড়ি, কাক, শালিক, গরু বা ছাগল ইত্যাদি উপাদান শিশুর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফলে শিক্ষা কোনও বিমূর্ত জগৎ নয়; এটি শিশুর নিজের পরিবেশের অংশ। Sen (2012) যুক্তি দেন যে, this approach cultivates an ecological imagination where the learner feels part of the environment rather than separate from it.

শিশুর মানসিক বিকাশে প্রকৃতি-নির্ভর এই শিক্ষা গভীর প্রভাব ফেলে। শিশুর চোখে গাছ শুধু একটি জৈব সত্তা নয়, বরং বন্ধুর মতো পরিচিত। পশু-পাখি কেবল শব্দের উদাহরণ নয়, তারা শিক্ষার সহপাঠী। এই সম্পর্ক তৈরি করেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পরিবেশ-সংবেদনশীল নাগরিক গড়ে তুলতে।

আজকের দিনে যখন শিশুরা শহুরে কংক্রিটের জঙ্গলে বেড়ে ওঠে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তখন সহজ পাঠ একটি স্মরণীয় পাঠ্য হিসেবে ফিরে আসে। এটি প্রমাণ করে যে শিশু শিক্ষা কেবল বর্ণমালা শেখানো নয়, বরং পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম করে গড়ে তোলা। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক ecological pedagogy-র মূল ভিত্তির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ (Chakrabarti, 2015)।

সুতরাং, সহজ পাঠ দেখায় কিভাবে প্রকৃতি-নির্ভর শিক্ষা ভাষার সঙ্গে যুক্ত করে শিশুর অভিজ্ঞতাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এটি শুধু শিক্ষা নয়, বরং এক ধরনের পরিবেশ দর্শন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

২. রবীন্দ্রনাথের ইকো ফিলোসফি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইকো ফিলোসফি মূলত মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তাঁর মতে, মানুষ প্রকৃতির বাইরে কোনও সত্তা নয়; বরং প্রকৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে তিনি লিখেছেন - "To be fully human is to be in harmony with nature" (Tagore, 1928/ 2010)। এই দর্শন Arne Naess-এর Deep Ecology ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে মিলে যায়। Naess (1973) মনে করেন যে মানুষ কেবল প্রকৃতির ভোক্তা নয়, বরং প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ একটি অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকম— শিশুকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে শেখানো।

সহজ পাঠ-এ আমরা এই দর্শনের প্রকাশ দেখি। অক্ষর, শব্দ বা ছড়ার মধ্য দিয়ে তিনি যে পরিবেশ চিত্রিত করেছেন, তা শিশুদেরকে প্রকৃতির প্রতি মমতা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ শেখায়। উদাহরণস্বরূপ, "মা গরু ঘাস খায়" — এটি শুধু বাক্য নয়, বরং শিশুদের শেখায় গরু আমাদের জীবনের অংশ, যার অবদান আমরা প্রতিদিন ভোগ করি।Sen (2012) লিখেছেন যে, Tagore's ecological philosophy stems from his rural experiences in Shilaidaha and Santiniketan, যেখানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির ছন্দ ও মানুষের জীবনযাত্রার মিল লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন সভ্যতা কখনও টিকে থাকতে পারে না।

আজকের প্রেক্ষাপটে, যখন পরিবেশ ধ্বংস, দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী এক বিপর্যয়, তখন রবীন্দ্রনাথের ইকো ফিলোসফি নতুন তাৎপর্য লাভ করে। Mukherjee (2017) লিখেছেন, Tagore's philosophy anticipates modern sustainability discourse by emphasizing respect for all forms of life. সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের ইকো ফিলোসফি কেবল দার্শনিক তত্ত্ব নয়, এটি বাস্তব জীবন ও শিক্ষায় প্রয়োগযোগ্য। তাঁর দর্শন আমাদের শেখায়— শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. ইকোলজিকাল পেডাগজি : সহজ পাঠের পাঠদর্শন : ইকোলজিকাল পেডাগজি মানে শিক্ষা এমনভাবে সাজানো, যাতে পরিবেশ কেবল পাঠ্যের অংশ না থেকে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে ওঠে। সহজ পাঠ-এ রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কাজটিই করেছেন।

প্রথমত, তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। শিশু প্রকৃতিকে দেখে, শুনে, ছুঁয়ে শেখে। উদাহরণস্বরূপ, সহজ পাঠ-এর কবিতা বা ছড়ায় শিশুকে বলা হয় পাখির ডাক শোনার কথা, গাছের ছায়ায় খেলার কথা। এতে তারা কেবল শব্দ শেখে না, বরং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে (Chakrabarti, 2015)।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত হয়েছে। পশু-পাখির প্রতি সহমর্মিতা, গাছের প্রতি শ্রদ্ধা, গ্রামীণ জীবনের প্রতি মমতা— এসব কেবল শব্দের পাঠ নয়, বরং নৈতিক শিক্ষাও। Mukherjee (2017) উল্লেখ করেছেন যে, Sahaj Path cultivates "an early ethical imagination of coexistence."

তৃতীয়ত, এখানে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা জড়িত। ছড়া, গান, গল্পের মাধ্যমে শিশু শুধু ভাষা শেখে না; বরং গ্রামের সংস্কৃতি, ঋতু, কৃষি, উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে জানে। এভাবে শিক্ষা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার মিলনস্থল। Tagore believed that real education must be life-centered (Tagore, 1928/ 2010)। সেই জন্য তাঁর পদ্ধতিতে কেবল তথ্য নয়, বরং জীবন-ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা গুরুত্ব পেয়েছে।

আজকের শিক্ষাতেও ecological pedagogy প্রয়োগ করা হচ্ছে, বিশেষত environmental studies-এর ক্ষেত্রে। তবে রবীন্দ্রনাথ বহু আগে সহজ পাঠ-এর মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই বলা যায়, তিনি ecological pedagogy-র এক অগ্রদূত।

৪. সহজ পাঠ ও টেকসই উন্নয়ন : জাতিসংঘের Sustainable Development Goals (SDGs)-এ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার এমন শিক্ষা, যা শিশুকে পরিবেশ-সংবেদনশীল করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ ঠিক এই ভূমিকা পালন করে। শিশুরা যখন অক্ষরের মাধ্যমে গাছ, নদী বা পশুর নাম শেখে, তখন তারা সেই উপাদানের সঙ্গে মানসিক বন্ধন তৈরি করে। এটি sustainability-এর মূল নীতি— মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। Sen (2012) যুক্তি দেন, Tagore's pedagogy instills "a sense of ecological citizenship" from early childhood.

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জীবন-যাত্রার টেকসই দিক।টেকসই উন্নয়ন বলতে বোঝায়— বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার ক্ষতি না করা। এর জন্য প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিবেচিত ব্যবহার, এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ। UNESCO-র টেকসই উন্নয়ন শিক্ষার কাঠামোতেও বলা হয়েছে, ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ এই কাজটি এক শতাব্দী আগে থেকেই করে আসছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তাঁর মতে, শিশুরা প্রকৃতি থেকে যেমন আনন্দ পায়, তেমনই পায় অনন্ত শিক্ষার সুযোগ। সহজ পাঠ-এর প্রতিটি উদাহরণ প্রকৃতিকে শুধু পাঠ্যবস্তুর উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেনি, বরং প্রকৃতির সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ককে মজবুত করেছে। এর ফলে গড়ে ওঠে পরিবেশ-সচেতন, মানবিক এবং দায়িত্ববান নাগরিক, যা টেকসই সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে। কিন্তু শিশুর প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ কমে যাওয়ায় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে সহজ পাঠ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত শিক্ষা টেকসই উন্নয়নের জন্য কতটা জরুরি। এটি প্রমাণ করে, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে প্রকৃতি, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ একদিকে যেমন শিশুদের ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ তৈরি করেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও সচেতনতা জাগিয়ে তুলেছে। আধুনিক যুগে যখন পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে, তখন এই বই আমাদের শেখায় টেকসই উন্নয়নের মূল শিক্ষা—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রকৃতিকে স্নেহ করা, সংরক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে সুরেলা সহাবস্থান গড়ে তোলা। সুতরাং সহজ পাঠ কেবল একটি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং এটি এক টেকসই ভবিষ্যতের দিশারি।

সহজ পাঠে গ্রামীণ জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়— ধান চাষ, গরুর অবদান, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি। এগুলি শিশুকে শেখায় টেকসই কৃষি ও জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক। Mukherjee (2017) উল্লেখ করেন যে, Tagore's early educational texts prepared children for sustainable living long before the idea became globally relevant, অর্থাৎ, সহজ পাঠ শুধু ভাষার বই নয়; এটি sustainable lifestyle-এর ভিত্তি স্থাপন করে।

বর্তমান পরিবেশ সংকটে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিশুশিক্ষায় সহজ পাঠ-এর মতো প্রকৃতি-নির্ভর পাঠ্যক্রম পুনঃপ্রবর্তন জরুরি। এটি প্রমাণ করে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

৫. তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি : রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ইকোপেডাগজি : আধুনিক Ecopedagogy ধারণাটি মূলত Paulo Freire-এর ক্রিটিকাল পেডাগজি ও Gadotti (2008)-এর কাজের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। এর মূল বক্তব্য হল— শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়, বরং সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সমন্বিত রূপ।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এর সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়। Freire যেমন বলেন শিক্ষার্থীকে তার বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, রবীন্দ্রনাথও শিশুকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। Gadotti (2008) যেমন sustainability ও planetary consciousness-এর কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠ-এ শিশুদেরকে জীবনের মৌলিক টেকসই চক্র — ঋতু, কৃষি, পশু-পাখির সহাবস্থান শেখান। আধুনিক বিশ্বে ইকো-পেডাগজি শিক্ষাবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। UNESCO এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বারবার বলছে, টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ ও প্রকৃতিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। আধুনিক ইকো-পেডাগজির মূল উপাদানগুলো হল —

১. পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা।
২. শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা।
৩. প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার দিকনির্দেশনা দেওয়া।
৪. শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ-নির্ভর নৈতিকতা গড়ে তোলা।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ইকো-পেডাগজির সাদৃশ্য : রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও আধুনিক ইকো-পেডাগজির মধ্যে অসাধারণ মিল দেখা যায়। যেমন—

প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষা : শান্তিনিকেতনে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান আধুনিক আউটডোর এডুকেশনের পূর্বসূরি।

মানবিক দায়িত্ববোধ : রবীন্দ্রনাথ শিশুদের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। আজকের ইকো-পেডাগজি একই ভাবে শিশুদের পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় করে তুলতে চায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুকে প্রকৃতির অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক ইকো-পেডাগজিও experiential learning-এর উপর জোর দেয়।

টেকসই উন্নয়নের দিকনির্দেশনা : রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ নয়, বরং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক ইকো-পেডাগজি একইভাবে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষা জোর দেয়। আজকের পৃথিবীতে পরিবেশ সংকট ও জলবায়ু পরিবর্তন মানব সভ্যতার বড় চ্যালেঞ্জ। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষা দর্শন নতুন দিশা দেয়। তাঁর ভাবনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোনো শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। আধুনিক ইকো-পেডাগজি সেই ভাবনাকেই বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষা ও প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক।

তবে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। আধুনিক ecopedagogy প্রায়শই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্ন তোলে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূলত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেন। তবু উভয় ধারাই মানুষকে পরিবেশ-সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে (Mukherjee, 2017)। এভাবে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসলে আধুনিক ইকোপেডাগজির এক পূর্বসূরি। তাঁর সহজ পাঠ কেবল ভাষা শিক্ষা নয়, বরং ecological pedagogy-এর এক সাংস্কৃতিক ভিত্তি।

৬. সহজ পাঠের সাংস্কৃতিক পরিবেশ দর্শন : সহজ পাঠ কেবল প্রকৃতির পাঠ নয়, এটি বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির পাঠও বটে। এখানে শিশুরা শিখে— ধান চাষ, গরু-গাড়ি, নদীর নৌকা, ঋতু পরিবর্তনের গান। ফলে শিক্ষা প্রকৃতি ও সংস্কৃতির একত্রে প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি আলাদা কিছু নয়; তারা পরস্পর-সম্পর্কিত। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যেমন - 'আমগাছের ছায়া', 'ধানক্ষেতের সবুজ', কিংবা 'বর্ষার ঝরনা' — এসব কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বরং জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সহজ পাঠ এই সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে শিশুদের শিক্ষায় ব্যবহার করেছে।

সহজ পাঠ-এ দেখা যায় শুধু প্রকৃতির উপাদান নয়, সামাজিক জীবনও শিক্ষার অংশ। যেমন— বাজার, গ্রামীণ খেলা, কিংবা পরিবারের উদাহরণ শিশুকে শেখানো হয়েছে (Tagore, Sahaj Path 30-32)। এর মাধ্যমে শিশু সমাজের সাংস্কৃতিক রূপগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়। এই পরিচয় কেবল তথ্যগত নয়, বরং নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে।

অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রকৃতি ও সমাজকে একসঙ্গে দেখা হয়েছে, যা তাকে আধুনিক পরিবেশবাদী চিন্তার অগ্রদূত করেছে (Sen 2016)।

Sen (2012) যুক্তি দেন যে, Tagore's pedagogy was not merely environmental but eco-cultural. অর্থাৎ, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সমন্বয়। শিশুরা যখন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতিকে মিলিয়ে শেখে, তখন তাদের মধ্যে পরিচয়ের একতা গড়ে ওঠে। তারা শেখে যে তাদের ভাষা, গান, ছড়া সবকিছুর শিকড় প্রকৃতিতে। Mukherjee (2017) বলেন, this pedagogy created "a sense of belonging to both land and language." এই eco-cultural pedagogy আজও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কেবল পরিবেশ নয়, সংস্কৃতির টেকসই রূপটিও রক্ষা করে।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ কেবল শিশুদের জন্য একটি প্রাথমিক পাঠ্যবই নয়; এটি প্রকৃতি, শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের এক গভীর সমন্বয়। এর ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইকো-ফিলোসফি এবং ইকোলজিকাল পেডাগজির মূলতত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা শুরু করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন— শিশুর সামগ্রিক বিকাশ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখেছি, সহজ পাঠ একদিকে শিশুদের শব্দ ও ভাষা শেখায়, অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে। এর মাধ্যমে শিশুর মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে। আধুনিক টেকসই উন্নয়ন শিক্ষার যে মূলনীতি মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের সমন্বয় — তা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন (Sen, 2011; UNESCO, 2014)।

আজকের দিনে যখন প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা শিশুদের প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তখন রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ আবারও নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় — শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি, কল্পনা ও আনন্দের সমন্বিত রূপ, যেখানে পরিবেশ কেবল বাহ্যিক বস্তু নয়, বরং শেখার অংশ। অতএব বলা যায়, সহজ পাঠ রবীন্দ্রনাথের এক দূরদর্শী প্রয়াস, যা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষার জন্য এক অনন্য ভিত্তি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ইকো-ফিলোসফি ও ইকোলজিকাল পেডাগজি তাই কেবল তাঁর সময়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ভবিষ্যতের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা।

আজকের পৃথিবীতে পরিবেশ সংকট ও জলবায়ু পরিবর্তন মানব সভ্যতার বড় চ্যালেঞ্জ। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষা দর্শন নতুন দিশা দেয়। তাঁর ভাবনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোনো শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। আধুনিক ইকো-পেডাগজি সেই ভাবনাকেই বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষা ও প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সৃষ্টি, যা কেবল ভাষা শিক্ষার বই নয়, বরং পরিবেশ-নির্ভর শিক্ষার এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর ইকো ফিলোসফি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 516 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানুষ ও প্রকৃতির একাত্মতাকে গুরুত্ব দেয়, আর তাঁর ইকোলজিকাল পেডাগজি শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে শেখায়।

আজকের দিনে যখন পরিবেশ সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা চলছে, তখন সহজ পাঠ-এর শিক্ষাদর্শ নতুন আলো জ্বালায়। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা যদি প্রকৃতি-ভিত্তিক হয়, তবে তারা কেবল জ্ঞানী নয়, বরং দায়িত্বশীল ও পরিবেশ-সংবেদনশীল নাগরিক হয়ে উঠবে। সুতরাং, সহজ পাঠ কেবল একটি ভাষার পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য এক পরিবেশ-সংবেদনশীল শিক্ষার রূপরেখা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক প্রকৃত দার্শনিক শিক্ষক, যিনি সময়ের অনেক আগে আমাদের শিখিয়েছিলেন— শিক্ষা ও প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক।

Bibliography:

Chakrabarti, A. (2015). Rabindranath and Nature Education. Kolkata: Visva-Bharati.
Mukherjee, S. (2017). “Tagore’s Ecological Pedagogy.” Journal of Indian Education, 42(3), 45–61.
Sen, A. (2012). Tagore and Environmental Ethics. Delhi: Routledge.
Naess, A. (1973). “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement.” Inquiry, 16(1).
Gadotti, M. (2008). Education for Sustainability: Ecopedagogy and Planetary Consciousness. São Paulo: Earth Council.

Works Cited :

Tagore, Rabindranath. Sahaj Path. Visva-Bharati, 1938. pp. 1-52
Tagore, Rabindranath. Shiksha. Visva-Bharati, 1924. pp. 33-65
Tagore, Rabindranath. Personality. Macmillan, 1917. pp. 77-110
Sen, Amartya. Tagore and His India. Nobel Lecture, 2001. Oxford UP, 2001. pp. 12-19
Chaudhuri, Sukanta. Tagore: The World as His Nest. Oxford UP, 2011. pp. 142-170
Mukherjee, Sumita. “Rabindranath Tagore’s Pedagogy: Ecology and Early Childhood Education.” Indian Journal of Education and Research, vol. 27, no. 2, 2018, pp. 85-102
Das, Sisir Kumar. The English Writings of Rabindranath Tagore. Vol. 2, Sahitya Akademi, 1996. pp. 201-229
Dewey, John. Experience and Education. Collier Books, 1938. pp. 45-62
Louv, Richard. Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Algonquin Books, 2008. pp. 87-120
UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO Publishing, 2017. pp. 25-40